যায়যায়দিন

তারিখ ... 09 SEP 2013 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বয়স্ক শিক্ষায় নেই কোনো প্রকল্প

যাযাদি রিপোর্ট

বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘটা করে প্রতি বছর ৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার গত আট বছরে বয়স্ক শিক্ষা ও সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে কোনো বড় প্রকল্প গ্রহণ করেনি। বয়স্ক সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে কিছু কিছু এনজিও কাজ করলেও সরকারের নজর কেবল প্রাথমিক পর্যায়ে। ফলে আশানুরূপ হারে বাড়ছে না শিক্ষার হার।

জানা যায়, তিন লক্ষাধিক মানুষকে বয়স্ক শিক্ষার আওতায় এনে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার একটি প্রকল্প চালু করার পরিকল্পনা করা হলেও দাতাসংস্থার অভাবে পরে সেটিও মুখ থুবড়ে পড়ে। ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত চালিত টোটাল লিটারেরি মুভমেন্ট (টিএলএম) প্রকল্পের আদলে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হতে পারে ভেবেই কোনো দাতা সংস্থা অনুদান দেয়নি বলে জানা যায় কয়েকটি সূত্র থেকে।

প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার একটি প্রকল্প চালু করার পরিকল্পনা করা হলে পরে সেটিও মুখ থুবড়ে পড়ে

সরকারের পক্ষ থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার অনুযায়ী দেশে সাক্ষরতার হার ৭০ থেকে ৭১ শতাংশ বলা হলেও, ২০১৩ সালের মে মাসে প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) লিটারেসি অ্যাসেসমেন্ট সার্ভে (এলএএস) ২০১১ অনুযায়ী ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মানুষের মধ্যে ব্যবহারিক সাক্ষরতার হার ৫৯ দশমিক ৭ শতাংশ। যার মধ্যে শতকরা ৬৫ দশমিক ৬ ভাগ মানুষ শহরে এবং ৫০ দশমিক ৫ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। বর্তমান সময়েও বাংলাদেশে শতকরা ৩৮ দশমিক ৪ ভাগ অশিক্ষিত।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৩ উপলক্ষে দেয়া বাণীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে সব বৈষম্য দূর করে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি করেছি। দারিদ্র্যজনিত ঝরে পড়া রোধ করতে উপবৃত্তি কর্মসূচি এবং স্কুল ফিডিং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। এর ফলে প্রাথমিক স্তরে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে। আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠদানকে আরো আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আমরা দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে বদ্ধপরিকর।

অন্যদিকে, গণসাক্ষরতা অভিযানের মতে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শতকরা ৩০ ভাগ শিশু ঝরে পড়ে বিদ্যালয় থেকে। অর্থাৎ প্রতি বছর দুই কোটি শিশুর মধ্যে ৬০ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে যায়, যারা পরে নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তির কাতারে চলে যান।

উল্লেখ্য, ১৯৬৫ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ৮ সেপ্টেম্বরকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৬৬ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে দিনটি।